ভূমিকা

নারীর কল্যাণ ও অগ্রগতির রহস্য

আল্লাহ তাআলার অন্যান্য আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিধানের মতো হিজাবও একটি শরয়ি ও ঐশী বিধান। হিজাব আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া নারীর ব্যক্তিগত অধিকার; এতে কারো হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জোর দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। বাস্তবতা হলো, হিজাব আল্লাহর এমন এক অপরিহার্য ও আবশ্যকীয় বিধান যে, তা ব্যতীত নারীর মধ্যে না যোগ্যতা ও দক্ষতা সৃষ্টি হতে পারে, আর না সে মানবতার সুন্দর প্রতিচ্ছবি ও প্রতিমূর্তি হতে পারে; বরং হিজাবের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়ার ফলস্বরূপ সে মানব-স্তর থেকে নামতে নামতে পশু ও শয়তানদের দলে চলে যায়। যেমন দৃশ্য ইউরোপ, ইংরেজ ও অমুসলিম দেশগুলোতে সাধারণত দেখা যায়।

হিজাবের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং তা মেনে চলা আল্লাহর একটি ফিতরি তথা মানবস্বভাবসঙ্গত বিধান। যখন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবে, তখন কোথাও সৌন্দর্য, চাকচিক্য, শান্তি ও স্বস্তি থাকবে না। এ কারণেই হিজাবের মাহাত্ম্য প্রতিটি হৃদয়ে জাগ্রত থাকে, সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম। অন্যদিকে পর্দাহীনতা হৃদয়ে কখনোই আলোড়ন তোলে না; বরং স্বচ্ছ হৃদয়ের পুরুষ ও নারী, উভয়ের কাছেই তা খারাপ লাগে। মোটকথা, হিজাব পালন করা ঐশী ব্যবস্থার সমর্থন ও অনুমোদন এবং তা থেকে বিরত থাকা আল্লাহ ও তাঁর আইনের সাথে প্রকাশ্য বিদ্রোহ।

এখন প্রশ্ন হলো, ইসলামে নারীর জন্য হিজাবকে কেন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে? এটা গ্রহণ করলে কী কী সুবিধা ও উপকারিতা রয়েছে আর গ্রহণ না করলে কী কী ক্ষতি রয়েছে? আসুন আমরা কুরআন খুলে দেখি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সুরা আহযাবের ৫৪ নং আয়াতে বলেছেন,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.

তোমরা নবিপত্নীদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের ও তাদের অন্তর পবিত্র থাকার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম।[১]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে হিজাবের নির্দেশ দিয়েছেন। সবচেয়ে বিবেচ্য বিষয় হলো, এমন পবিত্র ও নিষ্পাপ ব্যক্তিদেরকে পর্দার বাইরে থেকে চাইতে বলা হয়েছে, দুনিয়ার প্রতিটি মুসলমান যাদের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অবগত, অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম। তাদেরকেই রাসুলের পবিত্র স্ত্রীদের সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদিও পবিত্র স্ত্রীগণ নিজেরাই উম্মাহর পবিত্র এবং সতী-সাধ্বী মা! তারপর আল্লাহ তাআলা নিজেই এর রহস্য এবং কারণ বর্ণনা করেছেন যে, হিজাব অবলম্বন করার ফলে তোমাদের অন্তরও সম্পূর্ণরূপে পবিত্র থাকবে এবং পবিত্র স্ত্রীদের অন্তরও পবিত্র থাকবে।

অন্তর মূলত দেহ ও আত্মার পরিচালক। তাই তা যদি পবিত্র থাকে, তবে তার অনুগত সকল অঙ্গও পবিত্র থাকবে। হিজাবের উদ্দেশ্য এটাই। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

হে নবি-পরিবার! (হিজাবের বিধান আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন, কেননা) আল্লাহ তোমাদের থেকে (পাপের) মলিনতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পবিত্র রাখতে চান।[২]

বোঝা গেল, হিজাবের মাধ্যমে অন্তর ফাসাদ এবং শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র থাকবে। কে না চায় যে, সে পবিত্র এবং সৎ থাকুক এবং লোকেরা তাকে পবিত্র ও সৎ মানুষ বলুক?!

মানুষ এই পৃথিবীতে কোনো কারণ ছাড়াই সৃষ্টি হয়ে যায়নি যে, তার জীবনের কোনো শৃঙ্খলা ও আইন থাকবে না; বরং আল্লাহ তাআলা তাকে জীবন-ধারণ ও পৃথিবীতে জীবন কাটানোর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান দান করেছেন এবং এই সংবিধান পেশ করার জন্য আসমানি কিতাবসমূহ দিয়ে নবি-রাসুলগণকে (আলাইহিমুস সালাম) প্রেরণ করেছেন। আপনি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করুন। এর একটি বার্তাও আপনি মানব-প্রকৃতি এবং তার অধিকারের পরিপন্থী পাবেন না; বরং আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ প্রকৃতি, বিবেক ও হৃদয়ের মাপকাঠিতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ। আল্লাহর প্রতিটি বাণী ও প্রতিটি বার্তা মানুষের হৃদয়ে পূর্ণ শক্তি ও বিশ্বাসের সাথে এই বলে কড়া

১ সুরা আহজাব, আয়াত ৫৪
২ সুরা আহজাব, আয়াত ৩৩

নাড়ে যে, এতে বাস্তবতা, সত্যতা, পরিপূর্ণ উৎকর্ষ এবং উপকার পৌঁছানোর পূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান।

সুরা নুরে অন্তরকে পাপ এবং অপবিত্র কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার পদ্ধতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, দৃষ্টি অবনত করো। কারণ চোখই হলো হৃদয়ের দরজা, তাই যেখান থেকে খারাপ দৃষ্টি শুরু হবে, তাকেই বন্ধ করে দাও। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ.

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ.

মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের চোখগুলো অবনত রাখে।
মুমিন নারীদের বলুন, তারাও যেন তাদের চোখগুলো অবনত রাখে।[৩]

আয়াত দুটিতে আল্লাহ তাআলা পুরুষ ও নারী উভয়কে চোখ অবনত রাখার আদেশ এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই দিয়েছেন।

পূর্বোল্লিখিত হিজাব তথা পর্দার আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী? হিজাবের বাস্তবতা কী?

হিজাব মূলত পর্দাকে বলে। পর্দার সংজ্ঞা হলো, দুই ব্যক্তির মাঝে কোনো আড়াল করা, তা দেয়ালের আড়াল হোক বা কোনো মোটা কাপড়ের মাধ্যমে হোক, এমন আড়াল—যাতে একজন আরেকজনকে দেখতে না পারে। স্পষ্টতই নারী যখন বোরকা পরে, তখন পুরুষ তার মুখ ও দেহের অন্যান্য অংশ দেখতে পারে না, যেগুলো শরিয়ত অনুযায়ী আবৃত করা জরুরি। এতে তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ পর্দার নিচে আবৃত হয়ে যায়।

ইসলামের কোনো আইনই মানুষের স্বভাবের পরিপন্থী নয়। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাড়ে চৌদ্দশ বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এর কোনো বিধান পুরোনো হয়নি। প্রতিটি যুগে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য এর প্রতিটি বার্তা প্রাচীন ও আধুনিকের এক সুন্দর মিলন-মোহনা ছিল, আছে এবং থাকবে। পরিস্থিতি যতই পরিবর্তিত হোক, আল্লাহর বার্তা এবং তার উপকারিতা ও প্রভাব কেবল বাড়বেই; কমতে পারে না। আজকের এই যুগে যখন অশ্লীলতা ও ফিতনা সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে, তখন আল্লাহর এই নির্দেশ মানা এবং এর ওপর আমল করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে মুসলিম নারীরা সব ধরনের পথভ্রষ্টতা ও ফিতনা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। শত শত বছরের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ফল হলো, বোরকা পরিহিত নারীকে প্রতিটি রুচিশীল সমাজে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়। এটি আল্লাহর আদেশের ওপর আমল করার ফল।

---

৩ সুরা নুর, আয়াত ৩০-৩১

সৎ ও পরহেজগার নারী মূলত তারাই, যারা বোরকা পছন্দ করে এবং তা গ্রহণ করে। বোরকা ছাড়া কোনো নারী নেক হতে পারে না। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ.

হে নবিপত্নীগণ! তোমরা অন্য কোন নারীদের মত নও, যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।[৪]

তাকওয়া অর্জনের জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন,

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ.

তোমরা আগেকার জাহেলি যুগের মতো নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িও না।[৫]

কুরআন নারীকে তার মুখ, দেহ, চুল এবং অন্যান্য সমস্ত সতর পুরুষদের দৃষ্টি থেকে গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছে, এতেই নিহিত আছে নারীর সফলতা। এর প্রতি যত্নশীল না হলে সে সতী-সাধ্বী বলে বিবেচিত হতে পারে না। যদি সে আল্লাহর এই বার্তাকে অন্তর থেকে মেনে নেয় এবং এর ওপর আমল করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে বরকতময় ও ভাগ্যবান মানুষের অন্তর্ভুক্ত করবেন। দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ ও সৃষ্টির হৃদয়ে সে সম্মান পাবে এবং প্রভাব ও মর্যাদাও লাভ করবে।

নারীর সবচেয়ে বড় মর্যাদা এখানেই যে, আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাকে ঈমানের নেয়ামত দিয়ে সম্মানিত করেছেন, যাতে সে দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হতে পারে। ঈমানই তার আসল পরিচয় ও সম্মানের ভিত্তি। একজন নারী যখন কালিমা পড়ে তার অর্থ ও দাবিগুলোকে সত্য বলে মেনে নেয় এবং সে অনুযায়ী জীবন চালায়, তখন সে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের নিরাপদ পথে নিজেকে স্থির করে। এতে আল্লাহ তাআলা তার জীবনে নানা রকম নেয়ামত ও রহমত দান করেন। তার চাওয়া পূর্ণ করেন, তার অন্তরকে শান্তি দেন। যত বেশি সে আল্লাহর আদেশ মানে এবং আল্লাহর ভালোবাসার পথে এগিয়ে যায়, তত বেশি তার জীবন সহজ ও সুন্দর হতে থাকে। আল্লাহ তার জন্য পথ খুলে দেন, মানুষ ও পরিস্থিতিকে তার পক্ষে নিয়ে আসেন। সে চারদিকে আল্লাহর রহমত, বরকত ও কল্যাণের ছোঁয়া অনুভব করতে পারে।

এ কারণেই কবি আল্লামা ইকবাল বলেন, মুমিনের জন্য দুনিয়া কোনো সীমারেখায় বাঁধা নয়। আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক মজবুত, তার মর্যাদা ও অবস্থান সর্বত্রই উঁচু।

---

৪ সুরা আহজাব, আয়াত ৩২

৫ সুরা আহজাব, আয়াত ৩৩

এমন নারী যেখানে যান, যে পরিবেশেই থাকেন, এমনকি কোনো ফাঁকা বা নির্জন ঘরে থাকলেও সেখানে রহমত নেমে আসে। তার উপস্থিতিতে সেই ঘর বরকতে ভরে ওঠে। সেখানে ধীরে ধীরে শান্তি আর সুখের একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়। সেই ঘরের সকালগুলো হয়ে ওঠে প্রশান্ত, আর সন্ধ্যাগুলো হয় স্নিগ্ধ।

তার জীবন হয় সুন্দর, পরিপাটি ও আনন্দে পরিপূর্ণ। মন ও আচরণে থাকে কোমলতা, কাজে থাকে ভারসাম্য। সে শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যের নয়, চরিত্রের সৌন্দর্যেরও জীবন্ত উদাহরণ হয়ে ওঠে। এমন নারী মানুষের জন্য সঠিক পথের দিশা দেখায়। সে নিজেই হয় এক ধরনের আলো, যে আলো দেখে নতুন প্রজন্ম চলার সাহস পায়। তার কথা, ব্যবহার আর জীবনধারা মানুষকে ভাবতে শেখায়।

এই কারণেই মানুষ তাকে সম্মান করে। পুরুষ-নারী, মুসলিম-অমুসলিম, সবাই তার গুণে মুগ্ধ হয়। কারণ সে মানুষ হিসেবে সত্যিকার অর্থেই সুন্দর, পরিপূর্ণ ও অনুকরণীয়।

এমন নারীর ওপর ইতিহাস শুধু ঈর্ষাই করে না; বরং অশ্রুও বর্ষণ করে। শান্তি ও সম্মান তার জীবনের দোলনায় বিকশিত হয়। পর্দা নারীর জীবনের সৌন্দর্য ও মানদণ্ড, তার মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখর, রহমতের নির্ভরতা, ব্যক্তিত্বের গাম্ভীর্য, আল্লাহর সন্তুষ্টির কেন্দ্রবিন্দু, পাপ থেকে পলায়ন, বিপদ থেকে মুক্তি, ভীতি থেকে নিস্তার, শত্রু থেকে সুরক্ষা এবং হৃদয়ের প্রশান্তির উপকরণ। এর দ্বারা নারী সকল ইবাদতের জন্য নির্ভরযোগ্য এবং সকলের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে ওঠে।

তাই নারীর উচিত আল্লাহর শরিয়তের প্রতিটি হুকুম অন্তর থেকে মেনে নেওয়া এবং আন্তরিকতার সাথে তা পালন করা। হৃদয়ে এই বিশ্বাসকে গেঁথে নেওয়া উচিত যে, পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে, সবই ধূলিকণা ছিল, ধূলিকণা আছে এবং ধূলিকণা হয়ে যাবে। দুনিয়া কেবল কয়েকদিনের, তারপর বিলীন হয়ে যাবে। আসল এবং চিরস্থায়ী সম্পদ হলো নেক আমল, যা চিরন্তন ঘর আখেরাতে কাজে আসবে।

মুমিন নারীর (পুরুষেরও অবশ্যই) আসল ঠিকানা হলো আখেরাত, যেখানে চিরকাল তাকে থাকতে হবে। সেখানেই আছে জান্নাত, যার প্রাসাদগুলো হবে তার বাসস্থান এবং রহমত ও আনন্দের ঘর। সেখানকার শুধু একটি নেয়ামত দুনিয়ার সকল নেয়ামত থেকে এত উন্নত ও উত্তম হবে, যার স্বাদ ও মজা সে এই দুনিয়ায় পায়নি।

সারকথা, একজন নারী যখন দীনি শিক্ষায় আলোকিত হয়ে নেক আমলের আদর্শ নমুনা হবে, তখন তার দ্বারা মানব জাতি নির্মাণ হবে, দুনিয়ায় নেমে আসবে বসন্ত। যে সমাজে এমন নেক নারীর অস্তিত্ব থাকবে, সে সমাজ সুন্দর, মনোহর এবং রহমত ও বরকতে সজীব হয়ে উঠবে। আর এই একটি প্রদীপ থেকে শত শত প্রদীপ প্রজ্বলিত

হতে থাকবে। তাই নারীর উচিত দুনিয়ার ভালোবাসা ও লোভ মন থেকে বের করে দেওয়া এবং ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির অলঙ্কার দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করা, যেন জীবনের প্রতিটি মঞ্জিলে সৌভাগ্য ও সফলতা তাকে স্বাগত জানায়।

মনে রাখবেন, যখন আপনি একজন নেককার নারী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হবেন, তখন শতভাগ নিশ্চিত থাকুন যে, আপনি আল্লাহর কাছে আপনার সৌভাগ্যের দরজা খুলে নিয়েছেন। এখন আপনার জীবনের উঠোনে দুর্ভাগ্য ভুলেও আসবে না। এখন আপনার ভবিষ্যতের প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দ ও সৌভাগ্যে পূর্ণ হবে। আপনি যে কাজ করবেন বা যে ময়দানে পা রাখবেন, কল্যাণ ও সৌভাগ্য আপনার পদচুম্বন করবে।

একবার চেষ্টা করে দেখুন, ইনশাআল্লাহ মাত্র এক মাসের মধ্যেই আপনি আপনার জীবনে বিশাল পরিবর্তন দেখতে পাবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর নেক ও সৎ বান্দিদের মধ্যে শামিল করুন। এই বইটি থেকে উপকৃত হওয়ার এবং জীবনের কাফেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য ও তৌফিক দান করুন। সুস্থ বিবেক ও পবিত্র হৃদয় দান করুন। আমিন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন কাসেমি
খানকায়ে আশরাফিয়া ও মাকতাবায়ে রহমতে আলম
১৫ রজব, বৃহস্পতিবার, ১৪৪৩ হিজরি
১৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

সূচিপত্র

কুরআনের আলোকে নারীর পর্দা
হাদিসের আলোকে নারীর পর্দা
মুসলিম নারীর জন্য হিজাব কেন জরুরি?
নারীর হিজাব ও পর্দার উদ্দেশ্য কী?
নারী-পুরুষের সতর
পর্দার স্তরসমূহ
নারী স্বাধীনতার ছলনা
হিজাব পরলেই পর্দা হয় না
জাহেলি যুগ ও বর্তমান যুগের তাবাররুজ
কুরআনের আলোকে বেপর্দা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনের নিষেধাজ্ঞা
হাদিসের আলোকে সৌন্দর্য প্রদর্শনের নিষেধাজ্ঞা
হিজাব ব্যবহারের বাহ্যিক উপকারিতা
হিজাবের নির্দেশ কখন নাজিল হয়েছে?
চিকিৎসার ক্ষেত্রে হিজাব
বিপদের সময়ও হিজাব জরুরি
সকল গায়রে-মাহরাম থেকে পর্দা করা জরুরি
ছোট মেয়েদের পর্দার প্রতি খেয়াল রাখা
নারী আচ্ছাদনযোগ্য আমানত
আস্তে কথা বলা
শব্দ না করে কোমল পায়ে হাঁটা
শুধু স্বামীর জন্য সাজসজ্জা করা
যে নারীদের কাছে শয়তানের বাঁশি আছে
অমুসলিম পুরুষের সাথে পর্দা
বেপর্দা মায়ের কবরের আজাব
সাদাসিধা বোরকা ব্যবহার করা
পর্দাহীনতার পারিবারিক ক্ষতি
শরয়ি পর্দা না করা বোকামি এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

কুরআনের আলোকে নারীর পর্দা

শরয়ি হিজাবের মৌলিক শর্তগুলো হলো এই যে, তা যেন পুরো শরীর আচ্ছাদনযোগ্য হয়, নারীর সম্পূর্ণ দেহ ঢেকে নেয়; পুরু হয় এবং প্রশস্ত হয়—এমন যেন না হয় যে, পাতলা হওয়ার কারণে শরীর দেখা যায় আবার একেবারে আঁটসাঁটও যেন না হয়।

১. পবিত্র কুরআনে সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

হে নবি! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এটা তাদের পরিচিত হওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত; যাতে তাদের কষ্ট দেওয়া না হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬]

এই পবিত্র আয়াত দ্বারা দুটি বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে,

১. নারীদের জন্য পর্দা করা আবশ্যক।
২. পুরো শরীরকে আবৃতকারী বোরকা ও চাদর ব্যবহার করা জরুরি।

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর আনসার নারীরা কালো চাদরে আবৃত হয়ে বাইরে বের হতেন।[৭]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা সমস্ত নারীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখনই কোনো প্রয়োজনে ঘর থেকে বাইরে বের হবে, তখন যেন তারা তাদের সম্পূর্ণ শরীর, মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে নেয়, শুধু একটি চোখ খোলা রাখে।[৮]

---

৬ সুরা আহজাব, আয়াত ৫৯
৭ মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ২/১২৩
৮ প্রাগুক্ত

একবার ইমাম মুহাম্মাদ বিন সিরিন উবাইদাহ বিন সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেন, কুরআনের এই নির্দেশের ওপর আমল করার পদ্ধতি কী? তিনি তখন নিজে চাদর পরে দেখান এবং নিজের কপাল, নাক ও এক চোখ আবৃত করে শুধু একটি চোখ খোলা রাখেন।[৯]

ইমাম বুরসাবি হানাফি লেখেন, এই আয়াতের অর্থ হলো, প্রয়োজনের সময় ঘর থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে নারীরা চাদর দিয়ে নিজেদের শরীর ও মুখমণ্ডল ঢেকে নেবে। তারা দাসীদের মতো মুখ খুলে এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উন্মুক্ত করে বের হবে না; যাতে পাপিষ্ঠ ও দুষ্কৃতিকারী লোকেরা তাদের সাথে কোনো ধরনের আক্রমণ বা কষ্ট দেওয়ার কাজ করতে না পারে। বুজুর্গ ব্যক্তিরা বলেন, সৎ নারীর পরিচয় হলো এই যে, আল্লাহর ভয় তার সৌন্দর্য, অল্পেতুষ্টি তার সম্পদ, সতীত্ব ও নিষ্কলুষতা এবং অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা তার মূল গুণ ও অলঙ্কার।[১০]

২. পবিত্র কুরআনে অন্য এক স্থানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.

> নবি-পত্নীদের (এই নির্দেশের মধ্যে সমস্ত মুমিন নারীও অন্তর্ভুক্ত) কাছ থেকে যদি তোমাদের কিছু চাওয়ার থাকে, তবে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটা তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের পবিত্রতার জন্য অধিক উপযুক্ত পদ্ধতি।[১১]

এই আয়াতটি চূড়ান্তভাবে স্পষ্ট করে দেয় যে, নারীরা পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ পর্দা করবে। তারা পরপুরুষ থেকে নিজেদের পুরো শরীর এমন সতর্কতার সাথে আবৃত করে রাখবে, যেন পুরুষদের দৃষ্টি তাদের ওপর একেবারেই পড়তে না পারে। আয়াতে জানানো হয়েছে, পর্দা হলো পুরুষ ও নারী উভয়ের হৃদয়কে পবিত্র রাখার জন্য অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম। এভাবেই অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়া থেকে বাঁচা সম্ভব। আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বেপর্দা হওয়া অভিশাপ, অপবিত্রতা ও মন্দ স্বভাবের কাজ আর অন্যদিকে পর্দা হলো আল্লাহর রহমত, ভদ্র স্বভাবের কাজ এবং হৃদয় ও দৃষ্টির পবিত্রতার মাধ্যম।

ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ লেখেন, এই আয়াত থেকে এই মূলনীতি জানা যায় যে, নারীর পুরো শরীরই সতর (আবৃত করার বস্তু); একে ঢেকে রাখা জরুরি।

---

৯ আহকামুল কুরআন ৪৫৭/৩

১০ তানবিরুল আজহান মিন তাফসিরি 'রুহুল বয়ান', ইসমাইল বুরসাবি ৩/২৫৪

১১ সুরা আহজাব, আয়াত ৫৩

তীব্র প্রয়োজন ছাড়া তা প্রকাশ করা জায়েজ নয়। যদিও এই নির্দেশটি সরাসরি নবি-পত্নীদের সম্পর্কে এসেছে; তবু অন্য নারীরা এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।[১২]

আল্লামা শানকিতি রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এই আয়াতটি নবি-পত্নীদের সাথে সম্পর্কিত, তবুও এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, নবি-পত্নীগণ পুরো উম্মতের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। আজ যারা বেপর্দা হওয়া, অবাধ মেলামেশা ও সহশিক্ষার দিকে আহ্বান জানায়, সেই খারাপ স্বভাবের লোকেরা যদি নারীদেরকে নবি-পত্নীগণের অনুসরণ করা থেকে বাধা দেয়, তবে এর মাধ্যমে তারা মূলত নিজেদের হৃদয়ের ব্যাধি এবং নিজেদের ভেতরের নোংরামিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।[১৩]

লাগামহীনভাবে পরপুরুষের সাথে ওঠাবসা, সহশিক্ষা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও অফিসগুলোতে ফ্রি-মিক্সিং, হারাম রিলেশন ইত্যাদি কাজ মূলত হৃদয়ে নোংরামি সৃষ্টি করে। যারা কুরআনের হিজাবের নির্দেশ মানতে মন চায় না, তারা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে দিক; কিন্তু কুরআনের নির্দেশের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করা এবং নির্লজ্জভাবে একে নোংরামি হিসাবে স্বীকার না করা চরম পর্যায়ের হীন কাজ।

৩. কুরআন প্রতিটি নারীকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে,

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ.

> তোমরা জাহেলি যুগের মতো নিজেদের সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না।[১৪]

এই আয়াতে নারীর জন্য বেপর্দা হওয়া, পরপুরুষের সামনে সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয়তা প্রকাশ করা এবং তার মুখ ও অলঙ্কারের প্রদর্শনী করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। নারীর সৌন্দর্য ও লাবণ্যের আসল কেন্দ্র হলো তার মুখমণ্ডল। সুতরাং এতে কার সন্দেহ হতে পারে যে, শরীরের অন্যান্য অংশ আবৃত রাখা হবে এবং সৌন্দর্যের কেন্দ্র মুখমণ্ডলকে খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হবে! এটা কি কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা হতে পারে? এজন্যই শরিয়ত পূর্ণাঙ্গ পর্দার ওপর জোর দিয়েছে।

---

১২ আল জামে লি আহকামিল কুরআন ১৪/২২৭

১৩ আদওয়াউল বায়ান, মুহাম্মাদ আমিন শানকিতি ৬/৫৯২

১৪ সুরা আহজাব, আয়াত ৩৩